উৎসে ভ্যাট কর্তন

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

উৎসে ভ্যাট কর্তন

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

মুখবন্ধ

মূল্য সংযোজন কর একটি স্ব-নির্ধারণী, স্বয়ংক্রিয়, বৈজ্ঞানিক ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। মূসক ব্যবস্থায় করদাতাকেই সকল দায়-দায়িত্ব স্বেচ্ছায় প্রতিপালন করতে হয়। মূসক কর্মকর্তাগণ তাদের কাজ শুধু মনিটরিং করেন এবং করদাতা আইন সঠিকভাবে মেনে চলছেন কিনা তা যাচাই করেন। সঠিকভাবে আইন মেনে না চলতে পারলে তার দায়-দায়িত্ব করদাতাকেই নিতে হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যখন কোন করদাতার কোন আইনি বিধানের লংঘন হয়ে যায়, তখন তারা কর্মকর্তাদের এসে বলেন যে, বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। অনেকক্ষেত্রে আইন লংঘনের ঘটনা না জানার জন্য ঘঠে থাকে। উৎসে মূসক কর্তনের বিষয়টি মূসক কর ব্যবস্থায় একটু ভিন্ন প্রকৃতির একারণে যে এখানে করদাতাকেই সরকারী কোষাগারে কর প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী জমা নিশ্চিত কল্পে উৎসে কর্তনকারী সত্তাগণ যে কোন রকম ব্যর্থ না হন। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা এর আওতাভুক্ত কোন উৎসে কর্তনকারী সত্তা যেন এমন পরিস্থিতিতে না পড়েন সেই লক্ষ্যে এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হলো।

পড়ার সময় কোন ভুল পরিলক্ষিত হয় তাহলে ই-মেইল(cevccomilla@gmail.com) বা ফোনে (০২-৩৩৪৪৪৮১০১, ০২-৩৩৪৪৪৮১০৭) জানানোর অনুরোধ রইল।

কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

প্রকাশ কাল

২০২৩-২০২৪

প্রকাশক

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
কুমিল্লা

মুদ্রণে

RANG advertising 01724567051

উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন

ভূমিকা

উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কর্তন বাংলাদেশের মূসক ব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। মূসক ব্যবস্থায় নিবন্ধিত ব্যক্তিকে করদাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিবন্ধিত ব্যক্তি বা বিক্রেতা তার পণ্য বা সেবা বিক্রির সময় ক্রেতার নিকট হতে মূসক আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ ক্রেতাই হলো মূসকের উৎস। অন্যদিকে ক্রেতা কর্তৃক মূসক কর্তন করে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে বিধায় এ পদ্ধতিকে মূসক উৎসে কর্তন বলা হয়। সাধারণত উৎসে কর্তনকারী সত্তা প্রতিষ্ঠানকে উৎসে কর্তনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো সংগঠিত প্রকৃতির তাই এ খাতকে সংগঠিত খাতের মূসকও বলা হয়। জাতীয় বাজেটে প্রচেষ্টা নির্ভর খাতের পাশাপাশি সংগঠিত খাতের মূসক আহরণ উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে। আইন প্রতিপালন এবং যথাযথ রাজস্ব আহরণে এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। উৎসে কর্তনকারী সত্তা উৎসে কর্তনের বিধানাবলী সহজে অবগত করণের হতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রয়াসে এ পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়

- কে মূসক পরিশোধ করেন?
- উৎসে কর্তনের উদ্দেশ্যে
- কারা উৎসে কর্তন করবেন (উৎসে কর্তনকারী সত্তা)
- যে সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন প্রযোজ্য
- যে সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন প্রযোজ্য নয়
- সরবরাহকারীর দায়িত্ব
- উৎসে কর্তনকারীর দায়িত্ব
- উৎসে কর্তনকারী যা করতে পারবেন না
- উৎসে কর্তনের কার্যাবলী সম্পন্নের ক্রমপর্যায়
- ক্রয়-পূর্ব কর্মপদ্ধতি
- মূল্যায়নকালীন কর্মপদ্ধতি/করণীয়
- ক্রয় পরবর্তী করণীয়
- অনিবন্ধিত উৎসে কর্তনকারী
- হিসাবরক্ষণ দপ্তরের দায়িত্ব
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারীর দণ্ড ও সুদ
- একটি সরবরাহে একাধিক উপাদান থাকলে করণীয়
- কতিপয় বিশেষ সেবার ব্যাখ্যা

- তৃতীয় তফসিলভুক্ত উলেখযোগ্য পণ্য/সেবা এবং মূসক এর হার
- সাব কন্ট্রাক্ট এর ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন প্রযোজ্য কিনা?
- উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত আইনের ধারা, বিধি, প্রজ্ঞাপন, তফসিল ও ফরম
- পরিশিষ্ট মূসক-৬.৩, মূসক-৬.৬, মূসক-১৮.৫

কে মূসক পরিশোধ করেন?

পণ্য বা সেবার ক্রেতাই মূসক প্রদান করেন। ক্রেতার প্রদত্ত মূসক দুইভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হয়।

(১) নিবন্ধিত ব্যবসায়ী পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় ক্রেতার নিকট থেকে মূসক আদায় করেন। আদায়কৃত মূসক ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন।

(২) উৎসে কর্তনকারী তার প্রদত্ত মূসক সরবরাহকারীকে না দিয়ে নিজেই মূসক জমা পরিশোধ করার কারণে ইহাকে উৎসে মূসক কর্তন (VAT at source) বলা হয়। তিনি কর্তিত মূসক ট্রেজারি চালানে জমা প্রদান অথবা হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে স্থানান্তর করতে পারেন।

উদাহরণ-১: স্বাভাবিক অবস্থা: একজন ব্যবসায়ী (জামান ট্রেডার্স) জনাব জুয়েল আহমেদ এর নিকট ১০,৫০০ টাকায় একটি টেলিভিশন বিক্রয় করলেন। ১০,৫০০ টাকা বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ৫% হারে ৫০০ টাকা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে। জনাব জুয়েল আহমেদ টেলিভিশন ক্রয়ের সময় ভ্যাটসহ মূল্য জামান ট্রেডার্সকে পরিশোধ করেছেন। জামান ট্রেডার্স (ব্যবসায়ী) জনাব জুয়েল আহমেদ (ক্রেতা) এর নিকট থেকে আদায়কৃত ৫০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন।

উদাহরণ-২: উৎসে কর্তনের ক্ষেত্রে: একজন উৎসে কর্তনকারী (এবি ব্যাংক লি.) হাসিব এন্টারপ্রাইজ (যোগানদার) এর নিকট থেকে মোট ১০৭৫০ টাকা মূল্যের পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণ করলেন। ১০,৭৫০ টাকার মধ্যে ৭.৫% হারে ৭৫০ টাকা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে। এবি ব্যাংক লি. সরবরাহ মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট বাবদ ৭৫০ টাকা কর্তন করে যোগানদারকে অবশিষ্ট ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করবেন। কর্তিত ৭৫০ টাকা এবি ব্যাংক লি. সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন।

উৎসে কর্তনের উদ্দেশ্যে

মূসক সংগ্রহ পদ্ধতি সহজীকরণ;
সঠিক পরিমাণ মূসক সংগ্রহ;
ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে যথাযথ মূসক সংগ্রহ;
মূসক চেইনকে কার্যকর করতে তথ্য সংগ্রহ; এবং
কর প্রতিপালন নিশ্চিত করা।

কারা উৎসে মূসক কর্তন করবেন?

উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা উৎসে মূসক কর্তন করবেন। নিম্নোক্ত ৫ ধরনের ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান উৎসে মূসক কর্তন করতে পারেন, যথা-

১। সরকার বা উহার কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা;
২। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
৩। ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
৪। মাধ্যমিক বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং
৫। লিমিটেড কোম্পানি।

যে সকল ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন প্রযোজ্য

টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে বর্ণিত কলাম (২) এ বর্ণিত সেবার কোডের বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) এ বর্ণিত হারে আবশ্যিকভাবে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর্তন করতে হবে; যথা:-

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মূসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	[S০০১.১০	এসি হোটেল	১৫%
	S০০১.১০	নন এসি হোটেল	৭.৫%
	S০০১.২০	রেস্তোরাঁ (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত)	৫%]
০২.	S০০২.০০	ডেকোরেটর্স ও ক্যাটারার্স	১৫%
০৩.	S০০৩.১০	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ওয়ার্কশপ	১০%
০৪.	S০০৩.২০	ডকইয়ার্ড	১০%

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মূসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০৫.	S০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	৭.৫%
০৬.	S০০৭.০০	বিজ্ঞাপনী সংস্থা	১৫%
০৭.	S০০৮.১০	ছাপাখানা	১০%
০৮.	S০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা	১০%
০৯.	S০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২%
১০.	S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত	২%
		খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব	৪.৫%
		গ) যেকোন সাইজের পুনঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে	২%
১১.	S০১৪.০০	ইন্ডেন্টিং সংস্থা	৫%
১২.	S০১৫.১০	ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স	১৫%
১৩.	S০২০.০০	জরিপ সংস্থা	১৫%
১৪.	S০২১.০০	প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
১৫.	S০২৪.০০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র (ক) আসবাবপত্রের উৎপাদক (উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূসক ১৫%)	৭.৫%
		(খ) আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র (উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫% মূসক পরিশোধের চালান থাকা সাপেক্ষে, অন্যথায় ১৫%)	৭.৫%
১৬.	S০২৮.০০	কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	১৫%
১৭.	S০৩১.০০	পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্যমেরামত বা সার্ভিসিং-এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা	১০%
১৮.	S০৩২.০০	কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম	১৫%
১৯.	S০৩৩.০০	ইজারাদার	১৫%
২০.	S০৩৪.১০	অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম	১৫%
২১.	S০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement Provider)	৭.৫%
২২.	S০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১০%
২৩.	S০৪৩.০০	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী	১৫%
২৪.	S০৪৫.০০	আইন পরামর্শক	১৫%
২৫.	S০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার (ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	৫%
		(খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	১০%
২৬.	S০৪৯.০০	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২৭.	S০৫০.০০	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর	১৫%
২৮.	S০৫০.২০	গ্রাফিক ডিজাইনার	১৫%
২৯.	S০৫১.২০	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১৫%

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মূসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩০.	S০৫২.০০	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
৩১.	S০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগদানকারী	১০%
৩২.	S০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%
৩৩.	S০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
৩৪.	S০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৭.৫%
৩৫.	S০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১০%
৩৬.	S০৬৬.০০	লটারির টিকিট বিক্রয়কারী	১০%
৩৭.	S০৬৭.০০	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	১৫%
৩৮.	S০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%
৩৯.	S০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%
৪০.	S০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)	৫%
৪১.	S০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%
৪২.	S০৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services)	১৫%
৪৩.	S০৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	৭.৫%

যে সকল ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন প্রযোজ্য নয়

(১) উৎপাদনকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে বা হ্রাসকৃত হারে বা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য উক্ত হার বা সুনির্দিষ্ট কর উলেখপূর্বক ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(১ক) কোনো সরবরাহকারী ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে ১৫ (পনেরো) শতাংশ মূসক হার উলেখপূর্বক পণ্য সরবরাহ করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক সর্বশেষ অর্থ-বৎসরে Integrated VAT Administration System (IVAS) হইতে প্রাপ্ত নিয়মিত দাখিলপত্র পেশ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র বা মূসক সম্মাননাপত্র সরবরাহগ্রহীতার নিকট দাখিল করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, যৌক্তিক কোনো কারণে উক্ত প্রত্যয়নপত্র বা মূসক সম্মাননাপত্র পাওয়া না গেলে সংশিষ্ট বিভাগীয় কর্মকতার নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র বা মূসক সম্মাননাপত্র সরবরাহগ্রহীতার নিকট দাখিল করিতে হইবে।]

(২) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উলিখিত সেবা ব্যতীত অন্য কোনো সেবার ক্ষেত্রে সেবা সরবরাহকারী ফরম মূসক-৬.৩ এর মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৩) জ্বালানি তেল, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিষেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৪) আইনের প্রথম তফসিলে উলিখিত পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৫) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২১ এর আওতায় শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৬) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উলিখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শীর্ষক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়িত ফরম মূসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

[(৭) আসবাবপত্রের উৎপাদক ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মূসক প্রদর্শনপূর্বক রাজস্ব কর্মকর্তা প্রত্যয়িত ফরম মূসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৮) Electronic Fiscal Device (EFD)/Sales Data Controller (SDC) হইতে ইস্যুকৃত মূসক চালানপত্রে (ফিসক্যাল রিসিট) সরবরাহগ্রহীতার নাম ও নিবন্ধন নম্বর উলেখ থাকা সাপেক্ষে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৯) যোগানদার হিসেবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ।

সরবরাহকারীর দায়িত্ব

(১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে ফরম মূসক-৬.৩ এ কর চালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(২) দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ এর "অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান-প্রদেয় কর" এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ উলেখ করিতে হইবে।

(৩) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট হইতে ফরম মূসক-৬.৬ এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত মূসকের সমপরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রদেয় কলামে উৎসে কর্তিত সেবা মূল্য ও মূসক উলেখ করা না হইলে সেবা সরবরাহকারী হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) যে কর মেয়াদে কোনো সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী ৩ (তিন) কর মেয়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।

উৎসে মূসক কর্তনকারীর করণীয়

(১) সরবরাহকারী কর চালানপত্র (ফরম মূসক-৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোনো সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোনো মূল্য পরিশোধ করিবে না:

[তবে শর্ত থাকে যে, সরবরাহ গ্রহীতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তালিকাভুক্ত নহে বা অনিবন্ধিত এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধে সরবরাহগ্রহীতা দায়ী থাকিবেন।]

(২) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা নিবন্ধিত হইলে-

[(ক) সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত মূসক পণ পরিশোধ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন;]

(খ) উৎসে কর্তিত মূসক সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন ও নিট প্রদেয় করের বিপরীতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমাকৃত উৎসে কর্তিত মূসক সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন;

(গ) উৎসে কর্তিত মূসক দফা (ক) অনুযায়ী জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূলকপি ও ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা মূসক নিবন্ধিত না হইলে সরবরাহকারীকে পণ পরিশোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মূসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) উৎসে কর্তনকারী উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড "১/১১৩৩/উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১" লিখিতে

হইবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হইল: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মূসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারি চালানের প্রথম কলামে "যার মারফত প্রদত্ত হইল তার নাম ও ঠিকানা: এর নিম্নে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, যদি থাকে, সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানের দ্বিতীয় কলামে " যে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে টাকা প্রদত্ত হইল তার নাম, পদবি ও ঠিকানা" এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে।

(৫) উৎসে কর্তনকারী সত্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(৬) উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হইয়াছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উলেখ করিবেন এবং উলিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

(৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানের মূল কপি সংশিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতাকে প্রদান করিবেন যিনি উহা ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারীর দণ্ড ও সুদ

উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উৎসে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে-

(১) ষান্মাসিক ২% সুদসহ প্রযোজ্য মূসক পরিশোধ করতে হবে।

(২) উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশিষ্ট দপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে মূসক কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করতে পারবেন।

উৎসে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।
[মূল্য সংযোজন কর]
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ২৯ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

এসআরও নং-২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক।-মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ ও ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম**।-এই বিধিমালা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

(খ) **"উৎসে কর্তনকারী সত্তা"** অর্থ কোনো সরকার বা উহার কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে;

(গ) **"পণ"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ;

(ঘ) **"ফরম"** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২ এর দফা (জ) এ সংজ্ঞায়িত ফরম; এবং

(ঙ) **"বোর্ড"** National Board of Revenue Order, 1972 (P.O. No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬-এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **যেসব ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে।-(***)**

(২) টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে বর্ণিত কলাম (২) এ বর্ণিত সেবার কোডের বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) এ বর্ণিত হারে আবশ্যিকভাবে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর্তন করিতে হইবে; যথা:-

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মূসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	[S০০১.১০	এসি হোটেল	১৫%
	S০০১.১০	নন এসি হোটেল	৭.৫%
	S০০১.২০	রেস্তোরাঁ (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত)	৫%]
০২.	S০০২.০০	ডেকোরেটর্স ও ক্যাটারার্স	১৫%
০৩.	S০০৩.১০	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ওয়ার্কশপ	১০%
০৪.	S০০৩.২০	ডকইয়ার্ড	১০%
০৫.	S০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	৭.৫%
০৬.	S০০৭.০০	বিজ্ঞাপনী সংস্থা	১৫%
০৭.	S০০৮.১০	ছাপাখানা	১০%
০৮.	S০০৯.০০	নিলামকারী সংস্থা	১০%
০৯.	S০১০.১০	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২%
১০.	S০১০.২০	ভবন নির্মাণ সংস্থা: ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত	২%
		খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদুর্ধ্ব	৪.৫%
		গ) যেকোন সাইজের পুনঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে	২%
১১.	S০১৪.০০	ইন্ডেন্টিং সংস্থা	৫%
১২.	S০১৫.১০	ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স	১৫%
১৩.	S০২০.০০	জরিপ সংস্থা	১৫%
১৪.	S০২১.০০	প্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
১৫.	S০২৪.০০	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র: (ক) আসবাবপত্রের উৎপাদক (উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূসক ১৫%)	৭.৫%
		(খ) আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র (উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫% মূসক পরিশোধের চালান থাকা সাপেক্ষে, অন্যথায় ১৫%)	৭.৫%
১৬.	S০২৮.০০	কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	১৫%
১৭.	S০৩১.০০	পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্যমেরামত বা সার্ভিসিং-এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা	১০%

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মূসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৮.	S০৩২.০০	কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম	১৫%
১৯.	S০৩৩.০০	ইজারাদার	১৫%
২০.	S০৩৪.১০	অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম	১৫%
২১.	S০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement Provider)	৭.৫%
২২.	S০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১০%
২৩.	S০৪৩.০০	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী	১৫%
২৪.	S০৪৫.০০	আইন পরামর্শক	১৫%
২৫.	S০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার — (ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	৫%
		পরিবহন ঠিকাদার — (খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	১০%
২৬.	S০৪৯.০০	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
২৭.	S০৫০.০০	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর	১৫%
২৮.	S০৫০.২০	গ্রাফিক ডিজাইনার	১৫%
২৯.	S০৫১.২০	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১৫%
৩০.	S০৫২.০০	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
৩১.	S০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগদানকারী	১০%
৩২.	S০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%
৩৩.	S০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী	১৫%
৩৪.	S০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৭.৫%
৩৫.	S০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১০%
৩৬.	S০৬৬.০০	লটারির টিকিট বিক্রয়কারী	১০%
৩৭.	S০৬৭.০০	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	১৫%
৩৮.	S০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%
৩৯.	S০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%
৪০.	S০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)	৫%
৪১.	S০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%
৪২.	S০৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services)	১৫%
৪৩.	S০৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	৭.৫%

(৩) অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত সেবার সেবামূল্য পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক আদায় করিবে এবং আদায়কৃত মূসক আদায়কারী ব্যাংক যে মূসক কমিশনারেটে নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিবে।

(৪) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মূসক জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানের অনুলিপি ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংক উৎসে আদায় ব্যতীত অনাবাসিক ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ প্রেরণ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে, যথাযথ ট্রেজারি চালান না থাকিলে বা প্রদেয় মূসক কম প্রদত্ত হইলে প্রযোজ্য সমুদয় মূসক ব্যাংক উৎসে আদায় করিবে ও ব্যাংক সংশিষ্ট মূসক কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে তাহা জমা প্রদান করিবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে বা ক্ষেত্র বিশেষে, কোনো সুবিধা সৃষ্টিকারী সেবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক আদায় করিবে। এছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উলিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বণ্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনো ভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থে উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক আদায় করিতে হইবে।

(৬) "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মূসক আদায় করিতে হইবে।

৪। **যোগানদারের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন**।-উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক যোগানদার সেবার বিপরীতে উৎসে মূসক কর্তনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়:

(ক) "যোগানদার" অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানির নিকট পণ্যের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। সুতরাং, উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধিত ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তি যাহার উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে তাহারা যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে। যেই সকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবা যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না;

(খ) প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসাবে সরবরাহ গ্রহণকারীকে উৎসে কর্তন করিতে হইবে; তবে প্রজ্ঞাপনে যোগানদার হিসাবে পৃথকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা উক্ত কর্তনের আওতাবহির্ভূত হিসাবে বিবেচিত হইবে; এবং
[***]

৫। **যেই ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না**।-[(১) উৎপাদনকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে বা হ্রাসকৃত হারে বা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য উক্ত হার বা সুনির্দিষ্ট কর উলেখপূর্বক ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।]

[(১ক) কোনো সরবরাহকারী ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে ১৫ (পনেরো) শতাংশ মূসক হার উলেখপূর্বক পণ্য সরবরাহ করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক সর্বশেষ অর্থ-বৎসরে Integrated VAT Administration System (IVAS) হইতে প্রাপ্ত নিয়মিত দাখিলপত্র পেশ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র বা মূসক সম্মাননাপত্র সরবরাহগ্রহীতার নিকট দাখিল করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, যৌক্তিক কোনো কারণে উক্ত প্রত্যয়নপত্র বা মূসক সম্মাননাপত্র পাওয়া না গেলে সংশিষ্ট বিভাগীয় কর্মকতার নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র বা মূসক সম্মাননাপত্র সরবরাহগ্রহীতার নিকট দাখিল করিতে হইবে।]

(২) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উলিখিত সেবা ব্যতীত অন্য কোনো সেবার ক্ষেত্রে সেবা সরবরাহকারী ফরম মূসক-৬.৩ এর মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৩) জ্বালানি তেল, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিষেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৪) আইনের প্রথম তফসিলে উলিখিত পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৫) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২১ এর আওতায় শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৬) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উলিখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শীর্ষক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়িত ফরম মূসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

[(৭) আসবাবপত্রের উৎপাদক ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মূসক প্রদর্শনপূর্বক রাজস্ব কর্মকর্তা প্রত্যয়িত ফরম মূসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।

(৮) ইস্যুকৃত মূসক চালানপত্রে (ফিসক্যাল রিসিট) সরবরাহ গ্রহীতার নাম ও নিবন্ধন নম্বর উলেখ থাকা সাপেক্ষে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না।]

৬। **উৎসে মূসক কর্তনকারীর করণীয়**।-(১) সরবরাহকারী কর চালানপত্র (ফরম মূসক-৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোনো সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোনো মূল্য পরিশোধ করিবে না:

[তবে শর্ত থাকে যে, সরবরাহ গ্রহীতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তালিকাভুক্ত নহে বা অনিবন্ধিত এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধে সরবরাহ গ্রহীতা দায়ী থাকিবেন।]

(২) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা নিবন্ধিত হইলে-

[(ক) সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত মূসক পণ পরিশোধ সংশিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন;]

(খ) উৎসে কর্তিত মূসক সংশিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন ও নিট প্রদেয় করের বিপরীতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমাকৃত উৎসে কর্তিত মূসক সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন;

(গ) উৎসে কর্তিত মূসক দফা (ক) অনুযায়ী জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূলকপি ও ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা মূসক নিবন্ধিত না হইলে সরবরাহকারীকে পণ পরিশোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মূসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) উৎসে কর্তনকারী উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড "১/১১৩৩/উৎসে কর্তনকারীর সংশিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১" লিখিতে হইবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হইল: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মূসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারি চালানের প্রথম কলামে "যার মারফত প্রদত্ত হইল তার নাম ও ঠিকানা: এর নিম্নে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, যদি থাকে, সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানের দ্বিতীয় কলামে "যে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে টাকা প্রদত্ত হইল তার নাম, পদবি ও ঠিকানা" এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে।

(৫) উৎসে কর্তনকারী সত্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(৬) উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হইয়াছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং উলিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

(৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানের মূল কপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহ গ্রহীতাকে প্রদান করিবেন যিনি উহা ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।

৭। **সরবরাহকারীর করণীয়**।-(১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে ফরম মূসক-৬.৩ এ কর চালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(২) দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ এর "অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান-প্রদেয় কর" এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ উলেখ করিতে হইবে।

(৩) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট হইতে ফরম মূসক-৬.৬ এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত মূসকের সমপরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রদেয় কলামে উৎসে কর্তিত সেবা মূল্য ও মূসক উল্লেখ করা না হইলে সেবা সরবরাহকারী হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) যে কর মেয়াদে কোনো সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের [পরবর্তী ৩ (তিন) কর মেয়াদে] উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।

৮। **জরিমানা, সুদ ইত্যাদি**।-(১) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।

(২) উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হইলে, আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) এবং ধারা ১২৭ এর বিধান অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৯। **বিবিধ**।-(১) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান সমূহের শাখা বা বিক্রয়কেন্দ্র তাহাদের [কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত ইউনিটের] মাধ্যমে উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদান করিবে।

(২) উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হইলে, আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) এবং ধারা ১২৭ এর বিধান অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধকালীন সময়ে প্রযোজ্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।-(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন আদায় বিধিমালা, ২০২০ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীনকৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(কাজী ফরিদ উদ্দীন)
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)

প্রশ্ন: "অর্থ" অর্থ কি?

উত্তর: অর্থ: অর্থ সম্পর্কে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৫) এ বলা হয়েছে। বাংলাদেশ বা যেকোন দেশে প্রচলিত কোন মুদ্রাকে অর্থ বলে। এছাড়াও বিনিময়ে দলিল, বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোট, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড হচ্ছে অর্থ।

প্রশ্ন: অর্থনৈতিক কার্যক্রম কি? কি কি কার্যক্রম অর্থনৈতিক কার্যক্রম নয়?

উত্তর: অর্থনৈতিক কার্যক্রম: অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৬) এ বলা হয়েছে। পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কোন কার্যক্রমকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলে। যেমন- কোন ব্যবসা, পেশা, বৃত্তি, জীবিকা উপার্জনের উপায়, পণ্য প্রস্তুত বা কোন ধরনের উদ্যোগ। এছাড়াও লিজ, লাইসেন্স বা অনুরূপ উপায়ে কোন পণ্য, সেবা বা সম্পত্তি সরবরাহ, বাণিজ্যিক কার্যক্রম (একবারের জন্য পরিচালিত হলেও) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অর্থনৈতিক কার্যক্রম নয়, যথা-

১. কর্মচারী কর্তৃক তার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা;
২. কোম্পানির কোন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা:
৩. বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত নয় এমন কোন বিনোদনমূলক কাজ বা শখ;
৪. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত, সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্ধারিত কোন কার্যক্রম।

প্রশ্ন: আবাসিক ব্যক্তি অর্থ কি? কোন কোন সত্তা আবাসিক ব্যক্তি?

উত্তর: আবাসিক ব্যক্তি: স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস করেন এমন ব্যক্তিকে আবাসিক ব্যক্তি বলা হয়। এছাড়াও চলতি বর্ষপঞ্জির ১৮২ দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করলে তিনি আবাসিক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হন। তবে, ৯০ দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করলেও আবাসিক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়, এক্ষেত্রে তাকে উক্ত বর্ষপঞ্জির পূর্ববর্তী ৪ বছরের মধ্যে ৩৬৫ দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করতে হয়।

নিম্নবর্ণিত সত্তাও আবাসিক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়, যথা-

১. যেসব কোম্পানি বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় বা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত;

(খ) যদি ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি বাংলাদেশে আবাসিক হন বা ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;

(গ) ট্রাস্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি সংঘ, যদি উহা বাংলাদেশে গঠিত হয় বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;

(ঘ) সকল সরকারি সত্তা; বা

(ঙ) সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ।

প্রশ্ন: ইলেকট্রনিক সেবা কি?

উত্তর: ইলেকট্রনিক সেবা: টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, স্থানীয় কিংবা বৈশ্বিক তথ্য নেটওয়ার্ক বা অনুরূপ মাধ্যমে প্রদানকৃত সেবাকে ইলেকট্রনিক সেবা বলে। যেমন- ওয়েব সাইট, ওয়েব-হোস্টিং, যন্ত্রপাতির দূরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ, সফটওয়্যার ও দূরবর্তী সেবা প্রদানের মাধ্যমে হালনাগাদকরণ, ইমেজ, টেক্সট, তথ্য, ডাটাবেইজ বা তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার, স্ব-শিক্ষণ প্যাকেজ, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র এবং ক্রীড়া, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা, খেলাধুলা, বিজ্ঞান বিষয়ক এবং টেলিভিশন সম্প্রচারসহ যেকোন বিনোদনমূলক সম্প্রচার এবং অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন: প্রচ্ছন্ন রপ্তানি কি?

উত্তর: প্রচ্ছন্ন রপ্তানি: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৬২) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে, যথা-

১. বাংলাদেশের বাইরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোন পণ্য বা সেবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরবরাহ;

২. কোন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ; বা

৩. স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ।

প্রশ্ন: উপকরণ কি? কি কি উপকরণ নয়?

উত্তর: উপকরণ: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(১৮)(ক) অনুযায়ী সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরী রি-এজেন্ট, ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরী এক্সেসরিজ, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশকে উপকরণ বলে।

নিম্নবর্ণিত পণ্য বা সেবাসমূহ উপকরণ নয়, যথা-

১. শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফিক্সচার, দালানকোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপণা নির্মাণ, সুষমীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, সংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ;

২. সকল প্রকার আসবাবপত্র, অফিস সাপাই, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ক্রয় বা মেরামতকরণ;

৩. ইন্টেরিয়র ডিজাইন, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা;

৪. যানবাহন ভাড়া ও লিজ গ্রহণ;

৫. ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ, উন্নয়নমূলক কাজ ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা; এবং

৬. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন, অফিস, শো-রুম বা অনুরূপ ক্ষেত্র ভাড়া গ্রহণ।

প্রশ্ন: মূসক নিবন্ধন বা তালিকাভূক্তি কি? টার্নওভার নির্বিশেষে কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধন নিতে হয়? মূসক নিবন্ধন কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: মূসক নিবন্ধন: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৫ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এবং তার টার্নওভার সীমা যদি ৩ কোটি টাকা অতিক্রম করে, তবে তাকে যে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নিতে হয় তাকে মূসক নিবন্ধন বলে। তবে, আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী বা টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী কে টার্নওভার নির্বিশেষে নিবন্ধিত হতে হয়। এক্ষেত্রে একটি অনন্য ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা দেয়া হয় যা BIN (Business Identification Number) নামে পরিচিত।

তালিকাভূক্তি: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-১০ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এবং ১২ মাসের মধ্যে ৩ মাস শেষে যদি তার টার্নওভার সীমা ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকা হয়, তবে তাকে যে তালিকাভূক্তি হতে হয় তাকে তালিকাভূক্তি বলে। এক্ষেত্রে একটি অনন্য ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা দেয়া হয় যা BIN (Business Identification Number) নামে পরিচিত।

দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব-নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র কেন্দ্রীয় ইউনিটে সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে তিনি হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণের উক্ত ঠিকানায় একটি মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে পারিবে

মূসক নিবন্ধন ২ প্রকার, যথা- একক ইউনিট নিবন্ধন এবং কেন্দ্রিয় নিবন্ধন।

প্রশ্ন: কোন কোন ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যায় না?

উত্তর: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যায় না, যথা-

(ক) যদি করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা অতিক্রম করে এবং উক্ত সরবরাহের সমুদয় পণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিশোধ করা হয়;

(খ) যদি আমদানিকৃত সেবার সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রে উক্ত সেবা সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ কর প্রদর্শন না করেন;

(গ) যে কর মেয়াদে চালানপত্র বা বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় বা সংগ্রহ করা হয় সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী চারটি কর মেয়াদের মধ্যে যদি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ না করে;

(ঘ) অন্যের অধিকারে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ঙ) যদি কোন পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে বা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়;

(চ) যদি কর চালানপত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর উলেখ না থাকে;

(ছ) আমদানিকারকের নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশিষ্ট বিল অব এন্ট্রি নম্বর উলেখ না থাকলে এবং কর চালান পত্রে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার সহিত আমদানি বিল অব এন্ট্রিতে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার মিল না থাকলে;

(জ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণ বা পণ্যের ক্ষেত্রে, যে কারণে উক্তরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হলে, উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অংশের সহিত সংশিষ্ট উপকরণ কর;

(ঝ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;

(ঞ) টার্নওভার করের আওতায় পরিশোধিত টার্নওভার কর;

(ট) পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;

(ঠ) রপ্তানির ক্ষেত্র ব্যতীত মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ড) উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর;

(ঢ) মোট উপকরণ মূল্য ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নূতন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদান না করলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর;

(ণ) উপকরণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হলে।

প্রশ্ন: রিভার্স চার্জ কি? আমদানিকৃত সেবার উপর কি রেয়াত নেয়া যায়?

উত্তর: রিভার্স চার্জ:

আমদানিকৃত যেকোন সেবা করযোগ্য হয়। আমদানিকৃত সেবা মূল্যের উপর যে পরিমাণ ভ্যাট প্রদেয় হয় তা আমদানিকারককে পরিশোধ করতে হয় এবং দাখিলপত্রের বিক্রয় অংশ ও ক্রয় অংশ অর্থাৎ উভয় স্থানে এন্ট্রি দিতে হয়, কারণ এটা উভয়বিধ কর। যেহেতু রপ্তানিকারককে দেশে পাওয়া যাবে না তাই আমদানিকারককেই বিক্রয় পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। আমদানিকারক ক্রেতা হওয়া সত্ত্বেও বিক্রেতার ভ্যাট ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ হওয়ায় এটাকে রিভার্স চার্জ বলা হয়। উক্ত সেবার উপর উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায়। আমদানিকৃত সেবার বিপরীতে যদি ব্যাংক উৎসে কর্তন করে তবে তা হ্রাসকারী সমন্বয় করা যায়। সাধারণত আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক আলাদা ব্যক্তি হয়। যদি সেবা আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক একই ব্যক্তি হয় (যেমন- মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ইউনিলিভার), তবে উক্ত ব্যক্তিকে আলাদা দুই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং উভয়বিধ কর প্রযোজ্য হবে। এটা যেহেতু সেবা তাই এর কোন এইচএস কোড নেই এবং কোন বিল অব এন্টি হয় না।

উদাহরণ: এক প্যাকেট সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২০০ টাকা। উক্ত পণ্যের উপর ৬৫% সম্পূরক শুল্ক, ১৫% মূসক ও ১% সারচার্জ আরোপিত আছে। মূসক, সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জ কত?

সমাধান: দেয়া আছে, সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২০০ টাকা

এখানে,

মূসক আরোপযোগ্য মূল্য বা সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য বা সারচার্জ আরোপযোগ্য মূল্য = ২০০ টাকা

∴ ভ্যাট = ২০০ × ১৫% = ৩০ টাকা

∴ সম্পূরক শুল্ক = ২০০ × ৬৫% = ১৩০ টাকা

সারচার্জ = ২০০ × ২% = ২ টাকা

উত্তর: ভ্যাট ৩০ টাকা, সম্পূরক শুল্ক ১৩০ টাকা, সারচার্জ ২ টাকা।

প্রশ্ন: ভ্যাট কর্তৃপক্ষ আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের বিলিবন্টন কিভাবে করে?

উত্তর: ধারা-৯৮। আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের বিলিবন্টন।-(১) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা কম হইলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ বা জামানত নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে বিলিবন্টন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) প্রথমত, প্রদেয় সুদের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে;

(খ) দ্বিতীয়ত, অর্থদণ্ড বা জরিমানার পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে; এবং

(গ) তৃতীয়ত, মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার করের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে।

(২) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা অধিক হইলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলিবন্টনের পর অতিরিক্ত অর্থ করদাতা বা জিম্মাদারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অনুসারে কোন অর্থ বা জামানত বিলিবন্টন করা হইলে, কমিশনার নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত বিষয়ে বকেয়া করদাতা বা জিম্মাদারকে অবহিত করিবেন।

প্রশ্ন: ভ্যাট কর্তৃপক্ষ পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন কিভাবে করে?

উত্তর: পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন (ধারা-১০১): যদি কোন করদাতা খেলাপি হয়, তবে পণ্য জব্দ করা হয় এবং কমিশনার জব্দকৃত পণ্যের মালিককে নোটিশ প্রদান করেন। করদাতা বকেয়ার পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জামানত প্রদান করলে বা কিস্তিতে পরিশোধ করতে সম্মত হলে জব্দকৃত পণ্য ফেরত দেয়া হয়। করদাতা বকেয়া পরিশোধ না করলে, কমিশনার জব্দকৃত পণ্য বিক্রয় করেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রথমে বিক্রয়ের খরচ বিয়োগ করে যে অর্থ থাকে তা থেকে যথাক্রমে সুদ, জরিমানা ও বকেয়া পরিশোধ করা হয়। এরপর অবশিষ্ট অর্থ থাকলে তা পণ্যের মালিককে ফেরত দেয়া হয়।

প্রশ্ন: কোন কোন সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত, যথা-

১. প্রথম তফসিলে উলিখিত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ বা আমদানি;

২. ৫ টি পর্যায়ে এসআরও দ্বারা পণ্য ও সেবা সরবরাহ। অর্থাৎ আমদানি, উৎপাদন, আমদানি ও উৎপাদন, সেবা এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্য ও সেবা সরবরাহ;

৩. কম্প্রেসর এবং এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

৪. কম্প্রেসর, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

৫. সিকেডি মোটরকার ও মোটর ভেহিক্যাল উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

৬. Active Pharmaceuticals Ingredients (API) উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানি পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি;

৭. পলিপ্রোপাইলিন স্টাপল ফাইবার উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি;

৮. শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে টেবিলভূক্ত পণ্য সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি;

৯. শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানি সেবা সংশিষ্ট ব্যাংকিং, বীমা, কুরিয়ার এর উপর মূসক অব্যাহতি;

১০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য টেবিলভূক্ত পণ্য সরবরাহ ও সেবার উপর মূসক অব্যাহতি;

১১. হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে টেবিলভূক্ত সেবার বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি;

১২. স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং উপকরণসমূহের উপর মূসক অব্যাহতি;

১৩. বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সমুদ্রগামী জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্ত তামাকের তৈরি সিগারেটের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৪. বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্ত তামাকের তৈরি সিগারেটের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৫. বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসকে সেই দেশের জাতীয় দিবস কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সেবা প্রদানের উপর মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৬. মোবাইল টেলিফোন সেট বা সেলুলার ফোন উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি;

১৭. স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার উৎপাদনের লক্ষ্যে টেবিলভূক্ত কাঁচামাল আমদানির উপর মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৮. এলপিজি সিলিন্ডার উৎপাদনের উপর আরোপণীয় ৫% এর অতিরিক্ত মূসক অব্যাহতি;

১৯. পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের উপর মূসক অব্যাহতি সংক্রান্ত;

২০. ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ইলেক্ট্রিক ওভেন এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপণীয় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

২১. বেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক কেটলি, আয়রন, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার ও প্রেসার কুকার এর এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপণীয় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

২২. কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত অন্যান্য ডিভাইস এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপণীয় মূসক অব্যাহতি;

২৩. পেট্রোবাংলার সহিত সম্পাদিত উৎপাদন বণ্টন চুক্তির আওতায় উলিখিত বকসমূহে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সকল আমদানিকৃত সেবা ও সরবরাহকৃত সেবার উপর মূসক অব্যাহতি;

২৪. মোবাইল অপারেটরগণ কর্তৃক বিটিআরসি'কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের (2G ও 3G) লাইসেন্স ব্যবহারের শর্ত অনুযায়ী প্রদত্ত রেভিনিউ শেয়ারিং এর বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি;

২৫. সংশিষ্ট কাস্টমস এসআরও (১২৮/২০২০/কাস্টমস) এর শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে ডেইরি/পোল্ট্রি/মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের উপর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি।

প্রশ্নঃ কর নির্ধারণ কি? কিভাবে কর নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ অনুযায়ী কর নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ করা হয়, যথা-

১. রিটার্ন দাখিল না করলে;

২. রিটার্ন পরীক্ষা করে প্রদেয় মূসক পরিশোধ কম উৎঘাটিত হলে অর্থাৎ রিটার্নে উৎপাদ কর, উপকরণ কর রেয়াত, বৃদ্ধিকারী সমন্বয়, হ্রাসকারী সমন্বয় ইত্যাদি যথাযথভাবে না করায় প্রদেয় মূসক পরিশোধ কম/ফাঁকি উৎঘাটিত হলে;

৩. মিথ্যা/অসত্য ঘোষণা/জালিয়াতি করে প্রদেয় কর কম পরিশোধ করলে;

৪. ব্যক্তি কর্তৃক পাওনার অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ বা ফেরত নেয়া হলে;

৫. ধারা-৮৩ এর অধীন মূসক ফরম ১২.৩ দ্বারা দলিলাদি জব্দ করার পর কর দলিলাদি পরীক্ষা করে মূসক ফাঁকি উৎঘাটিত হলে।

৬. অডিট বা নিরীক্ষা করে প্রদেয় মূসক পরিশোধ কম/ফাঁকি উৎঘাটিত হলে।

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
কুমিল্লা কর্তৃক প্রশিক্ষণ কার্যে মুদ্রিত